সংবাদ

তারিখ ... 13.4.84 ...
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম ... 5 ...

059 118

'নিও' সম্পর্কে শিক্ষা সেমিনার শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত বুধবার স্থানীয় একটি হোটেলে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি আয়োজিত তিন দিনব্যাপী 'নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিধান সম্পর্কে শিক্ষা' শীর্ষক সেমিনার উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র সচিব এ, এইচ, এম আতাউল করিম।

পররাষ্ট্র সচিব জনাব করিম তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘ স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত নয়া, সৃষ্টিশীল এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অপরিহার্য এই চেতনা জন্মলাভ করেনি।

তিনি বলেন, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, কাঁচামালের মূল্য হ্রাস, অসহ্য বেকারত্ব ইত্যাদি উন্নয়নশীল দেশের প্রবৃদ্ধি ব্যাহত করে। এই পটভূমিতে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের ৬ষ্ঠ বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে গঠনের জন্য নয়া আন্তর্জাতিক-অর্থনৈতিক বিধান প্রতিষ্ঠার আহবান জানানো হয়।

অতঃপর তিনি বিভিন্ন ফোরামে এই ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ফল কী দাঁড়িয়েছে এবং করণীয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির সভাপতি অধ্যাপক কবির চৌধুরী তার ভাষণে বলেন যে, জাতীয় অর্থনীতিকে এমনভাবে গড়তে হবে যে, দেশে ধনী ও গরীবের ব্যবধান হ্রাস পায়। তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ব্যতীত নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিধান বিশ্বের বর্তমান অর্থনীতির সমস্যা এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ব্যবধান দূর করার কথা বলতে পারি না। পুরানো কায়দায় ও উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য লোপ পেলেও নতুন করে অর্থনৈতিক শোষণ নয়া উপনিবেশবাদ গড়ে তুলছে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের পরিচালক মিঃ হিয়াশী উনু, অর্থনীতিবিদ খালেক জ্জামান, ইউনেস্কোর বাংলাদেশ কমিশনের সেক্রেটারী আবদুর রশিদ চৌধুরী এবং বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির সেক্রেটারী জেনারেল সৈয়দ আহমদ হোসেন ভাষণ দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ।

দ্বিতীয় পর্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ডীন ডঃ আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তিনি নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিধানের পক্ষে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর ক্ষতিকারক ভূমিকার বিশ্লেষণ করে বলেন যে, উন্নয়নশীল বিশ্বে ন্যায় ও সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের পথে বাধা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এটা কোন সম্পদগত অবস্থার পরিণতি নয়।

উন্নয়নশীল বিশ্বে উন্নত বিশ্বের প্রতীক হিসেবে শহরভিত্তিক মুষ্টিমেয়ের উন্নতির দিকটিকে না দেখিয়ে মানুষের সামগ্রিক উন্নতির দিকটি ভাবতে হবে এবং অর্থনীতিকে সেই লক্ষ্যে নিজের ঘরে চালু করলেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতাভিত্তিক অর্থনীতির দাবী ফলপ্রসূ হতে পারে। তিনি বলেন, নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিধানের অগ্রগতি উৎসাহজনক নয়। এই নয়া বিধান সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মূল সমস্যার সাথে তাদের পরিচিত করাই এ সম্পর্কে শিক্ষার দিকটি গুরুত্ব বহন করে।

সভাপতির ভাষণে ডঃ আনিসুজ্জামান বলেন যে, নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিধানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি না হওয়ার বাধা এবং জাতীয় অর্থনীতিকে উপযোগী অবস্থার মত পরিবর্তন নিজের ঘরে করার জন্য অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদের লিখিত প্রবন্ধে উন্নত বিশ্বের প্রচেষ্টার প্রকৃতি ও কারণগুলো সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। এজন্য এই ব্যবস্থাটা কী ও কেন তার শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা চাই। এটা উন্নত বিশ্ব করে দেবে না। তাদের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সাহায্যদানের ব্যবস্থাটি ওটাকে জিইয়ে রাখার স্বার্থ। সে সাধারণ স্বার্থের কথা উন্নত বিশ্ব বলে যে স্বার্থ নেকড়ে ও মেষশাবকের সাধারণ স্বার্থের মতই শোনায়। আর নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিধানের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ধরা পড়ে সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত পেন্টাগনে অর্থনৈতিক অভিধান থেকে। তাতে নিও (নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিধান) শব্দটি নেই। আধুনিক অর্থনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থেও নেই। সুতরাং উন্নত বিশ্বের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন না হলে অর্থনীতি ক্ষেত্রে এই নয়া বিধান কাজ দেবে না।